যুগান্তর

১৮/০৯/২০০৩

পৃঃ ২ কলাম ৬

মাত্র ২৫ মিনিটে চবির হলগুলোর দখল নিল শিবির

হামিদ উল্লাহ, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

অনেক নীরবে কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আবাসিক হলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। গতকাল রোববার বিকাল ৩টায় আবাসিক হলগুলো খুলে দিলে মাত্র ২৫ মিনিটের মধ্যেই তাদের হল দখল সম্পন্ন হয়। এ সময় অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মী কিংবা সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে যায়নি। তিনটি ছাত্রী হলে কোন ছাত্রীও উঠেনি। ক্যাম্পাসে পুলিশের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন।

ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা সকাল ৯টা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় রেলস্টেশন, ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত শাহজালাল ও শাহ আমানত হলের সামনে অবস্থান নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় শাটল ট্রেন যথানিয়মে ক্যাম্পাসে এলেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সকাল ১০টা থেকে সাধারণ ছাত্ররা হল থেকে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে চলে যেতে থাকে। শিবিরের কর্মীরা তাদের অনেককে এ সময় ধমক দিয়ে বলে, ছাত্রলীগের ক্যাডারদের কোন কিছু হল থেকে বের করতে দেয়া হবে না।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি আবাসিক হলে মোট ১১৯ জন শিবির কর্মী অবস্থান নিয়েছে। এর মধ্যে শাহজালাল হলে ১৮ জন, শাহ আমানত হলে ১৬ জন, শহীদ আবদুর রব হলে ২০ জন, সোহরাওয়ার্দী হলে ৩০ জন, আলাওল হলে ৮ জন এবং এএফ রহমান হলে ৭ জন শিবিরের নেতাকর্মী অবস্থান নেন। কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবির ছাত্র আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক মুজিবুর রহমান মঞ্জু, চবি শাখার সভাপতি আলাউদ্দিন সিকদার, সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম তাদের নেতাকর্মীদের হলে উঠার বিষয়টি সার্বক্ষণিক তদারকি করেন।

প্রায় সাড়ে তিন বছর পর ছাত্রশিবির পুনরায় আবাসিক হলগুলোতে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল। ১৯৯৮ সালের ২৮ এপ্রিল ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিবিরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ছাত্রলীগ শাহজালাল, শাহ আমানত, আবদুর রব ও সোহরাওয়ার্দী হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। পরে সোহরাওয়ার্দী হলের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় শিবিরের হাতে চলে যায়।

ছাত্রলীগ ইতিপূর্বে হলে উঠার ঘোষণা দিলেও গতকাল রোববার সকাল থেকেই ক্যাম্পাসের কোথাও তাদের কোন নেতাকর্মীদের দেখা যায়নি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, চবি ছাত্রলীগের অনেক ক্যাডার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর ছাত্রদলে যোগদানের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। চবি ছাত্রদল নেতা এমজর মিন্টন চৌধুরী যুগান্তরকে বলেছেন, তাদের বেশিরভাগ নেতাকর্মী চট্টগ্রামের বাইরে আছেন, তারা চট্টগ্রামে এলেই আলোচনার মাধ্যমে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে হলে উঠবে।

আগামী ১০ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষ নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক মহলে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

চবি ছাত্রলীগ এক বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রশিবিরের হল দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ছাত্র ইউনিয়ন ক্যাম্পাসে বৈধ ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছে। ছাত্রশিবির বলেছে, আমরা বৈধ ছাত্রদের হলে তোলার দাবি জানিয়েছি।